গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)

১৭ অক্টোবর লালন সাঁই এর তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
	:	উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকাল ৩:০০ টায়
সভার স্থান	:	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি বলেন, লালন সাঁই বাংলাদেশের মানুষের ভাব, কাব্য ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমরা সে অর্থে কখনই আমাদের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করিনি। ইতোপূর্বে লালনকে ফোক হিসেবে চালানোর অপচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে লালনের দর্শন, ভাব, সঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর ১৭ অক্টোবর 'লালন সাঁই-এর তিরোধান দিবস' 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালিত হবে মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। লালনের তিরোধান দিবসকে প্রথমবারের মত তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় পালন করতে যাচ্ছে। লালনের তিরোধান দিবসে লালনের গানের আয়োজনের পাশাপাশি বাউলদের জীবনধারা, ঐতিহ্য ইত্যাদিসহ লালনের দর্শন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তিনি আরো বলেন, লালন একাডেমি-কে কার্যকর করতে হবে। অতঃপর সভাপতি সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান।

২.০ কবি ও দার্শনিক, লালন বিশেষজ্ঞ জনাব ফরহাদ মজহার বলেন, ১৭ অক্টোবর লালন সাঁই এর তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালন সরকারের এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ভাবের বৈচিত্র্য ধরে রাখা রাষ্ট্রের কাজ। সাধকদের সাধনার ক্ষেত্র রক্ষা করতে রাষ্ট্র আগ্রহী কিনা সেটা দেখতে হবে কারণ এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। লালন সুফী, লালন বৈষ্ণব অনেকের মতে এ তত্ত্ব জারি রাখাটাই যৌক্তিক।

৩.০ অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান ১৭ অক্টোবর লালন সাঁই এর তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সরকারকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, লালনের ধারণা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে উন্নত করে এবং লালনের কাছ থেকে আমরা কি শিখতে পারি সে বিষয়ে গবেষণা দরকার। ভবিষ্যত সংস্কৃতিকে আমরা কিভাবে দেখতে চাই সেটা বিবেচনা করতে হবে। ধর্ম সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ। আরো কবি/সাহিত্যিকদের জন্ম/মৃত্যু দিবসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা/অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৪.০ লালন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ বলেন, লালন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করেও লালন যে সব গান সৃষ্টি করেছেন তা অসাধারণ। লালনের গানের সৃষ্টি অসাধারণ সৃষ্টি। তিনি গানের নতুন একটা ভাবধারা, সাহিত্যের একটা থিম সৃষ্টি করেছেন। লালনের ভাষা গ্রামের ভাষা, লালন এখানে তার ভাষা প্রতীকীরূপে ব্যবহার করেছেন। লালনের গান আমাদের মূল্যবান সম্পদ, ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকেই আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। লালনের দর্শনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার প্রতিভা এ দেশের সম্পদ। লালনের গানের যে ঐতিহাসিক মূল্য সেটা আমাদের সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে ধরে রাখতে হবে। লালনের গানের মালিক কেউ নয়। যে কেউ লালন চর্চার অধিকার রাখে।

৫.০ জনাব টুনটুন বাউল বলেন, কুষ্টিয়ায় সাধুদের বসার জায়গা ইজারা দেয়া হয়েছে। ইজারার টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হয় তিনি তা জানতে চান।

৬.০ জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া বলেন, সাধুদের স্থান মেলা করার জন্য ইজারা দেয়া হয়। ইজারার আয় দ্বারা সাধুরা কিভাবে লাভবান হতে পারে সেটা দেখা উচিত। ইজারার টাকায় সাধুদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৭.০ সংস্কৃতিকর্মী জনাব মোহাম্মদ রোমেল বলেন, লালনের গান শোনার জন্য লালন একাডেমি ও তার আশে-পাশে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হন। তিনি লালন একাডেমির চলাচলের রাস্তা দখলমুক্ত এবং অপ্রয়োজনীভাবে বানানো দোকান উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরাসরি পরিদর্শন করতে হবে। লালন নিয়ে ফিল্ম/ডক্যুমেন্টারি হলেও অদ্যাবধি কোন ন্যারেটিভ তৈরি হয়নি। এ বিষয়ে কাজ করতে হবে।

৮.০ অত:পর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.১	লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষ্যে কুষ্টিয়ায় ১৭, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে। এছাড়া ঢাকায় ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ২০২৫ দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া।
৮.২	কুষ্টিয়ায় ৩(তিন) দিন ব্যাপী এবং ঢাকায় ২(দুই) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে কি কি থাকবে তা নির্ধারণের জন্য একটি কিউরেশন কমিটি গঠন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮.৩	কিউরেশন কমিটি আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন একাডেমি পরিদর্শন করবে।	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ও কিউরেশন কমিটি।
৮.৪	লালন একাডেমিকে একটি আধুনিক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৯.০ সভাপতি ১৭ অক্টোবর তারিখে লালন সাঁই এর তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালনের বিষয়ে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী
উপদেষ্টা